যুগান্তর

তারিখ 21 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২-৩ কলাম ১-৬

সরকারের বছরে গচ্চা ১২৬ কোটি টাকা

সাড়ে ৭শ’ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন ২০টির কম

মুসতাক আহমদ

» এর মধ্যে কারিগরি কলেজ ৩৮৯টি মাদ্রাসা ২৩৫টি সাধারণ কলেজ ৭১টি

» ৪৮ প্রতিষ্ঠানে একটি আবেদনও পড়েনি

দেশে বিদ্যমান সাড়ে ৪ হাজার উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও মাদ্রাসার মধ্যে সাড়ে ৭শ’ প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ২০টি করে ভর্তির আবেদন জমা পড়েছে। মোট প্রতিষ্ঠানের হিসাবে এটা সাড়ে ১৬ শতাংশ। শিক্ষার মান আশানুরূপ না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে সরকার এমপিও বাবদ বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে।

বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও এর বিপরীত চিত্রও আছে। দেশের ২০টি কলেজের দিকে শিক্ষার্থীরা এক প্রকার হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকায় অবস্থিত ১১টি। রাজধানীর বাইরে চট্টগ্রামের কলেজ আছে মাত্র ৩টি। এছাড়া রাজশাহীতে ৩টি, ময়মনসিংহে ২টি এবং নারায়ণগঞ্জে আছে ১টি কলেজ। এসব কলেজে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন তীব্র প্রতিযোগিতা যে, একটি আসনের জন্য ৪৪ জন পর্যন্ত আবেদন করেছে।

শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, উল্লিখিত সাড়ে ৭শ’ প্রতিষ্ঠান যদি এমপিওভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে বছরে গচ্চা যাবে অন্তত পক্ষে ১২৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা। কেননা, এসব প্রতিষ্ঠানে সর্বনিম্ন ৫০ জন ছাত্রছাত্রী থাকার কথা। কিন্তু এখন শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা হবে বেশি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন রোববার রাতে যুগান্তরকে বলেন, সাধারণত একটি কলেজকে স্বীকৃতি বিশেষ করে এমপিও পেতে হলে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী থাকতে হয়। সে কারণে যে সাড়ে ৭শ’ কলেজ মাত্র ২০ শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে, সেগুলোতে এ ক’জন যে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবে— তাও নিশ্চিত নয়। আরও কমও ভর্তি হতে পারে। সেই হিসাবে এসব কলেজ রাখা না রাখা সমান কথা। কিন্তু আমরা চাইলেই এসব কলেজ বন্ধ করে দিতে পারব না। কেননা, গ্রামে হয়তো এ ধরনের কলেজ থেকে অনেক দূরে আরেকটি অবস্থিত। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বিশেষ করে ছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার আশংকা আছে।

দেশে ৪ হাজার ৫২৭টি সাধারণ কলেজ, কারিগরি কলেজ এবং মাদ্রাসা আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে এবারও অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সার্ভার থেকে সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সাড়ে ৭শ’ প্রতিষ্ঠানে ২০টির কম আবেদন পড়েছে। এর মধ্যে একটিও ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

সাড়ে ৭শ’ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আবেদন পড়েনি ৪৯ প্রতিষ্ঠানে। ২০টির কম আবেদন পড়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কারিগরি কলেজ সর্বাধিক ৩৮৯টি। মাদ্রাসা আছে ২৩৫টি। বাকিগুলো সাধারণ কলেজ। সাধারণ কলেজের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের অধীন ২৮টি, বরিশাল বোর্ডে ১৩, কুমিল্লায় ১টি, দিনাজপুর বোর্ডে ১৩, যশোরে ১৬টি আছে। আরেক হিসাবে দেখা গেছে, সাড়ে ৭শ’ প্রতিষ্ঠানের ১০টির কম আবেদন পড়া প্রতিষ্ঠান ২৯৫টি। এর মধ্যে ১টি আবেদন পড়েছে ৩৬ কলেজ-মাদ্রাসায়, ২টি আবেদন পড়েছে ৩৫টিতে, ৩টি পড়েছে ২৩টিতে, ৪টি আবেদন পড়েছে ২১টিতে এবং ৫টি আবেদন পড়া প্রতিষ্ঠান ৩৪টি। ৯টি আবেদন পড়েছে ২৯টিতে আর ১০টি আবেদন পড়া প্রতিষ্ঠান ২৬টি।

ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক বলেন, যেহেতু নানা ‘ফ্যাক্টরের’ কারণে চাইলে এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠদান বাতিল করতে পারি না। তাই আমরা সাধারণত চিহ্নিত এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে ‘ওয়ার্নিং’ (সতর্কতা) দেই। এবারও সেই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২০১০ সালে নতুন এমপিও দেয়ার আগে সরকার প্রতিষ্ঠানপ্রতি কত টাকা লাগবে সেই হিসাব কষেছিল। ২০১০ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ওই হিসাবে দেখা যায়, একটি কলেজে (উচ্চ মাধ্যমিক) ২৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী থাকেন। তাদের বেতন-ভাতা বাবদ বছরে ২৯ লাখ ৫১ হাজার টাকা খরচ হয়। ডিগ্রি কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিকসহ জনবল বাড়তি ১৩ জন) খরচ বাড়তি ১৮ লাখ ৯৮ হাজার ২০০ টাকা। এইচএসসি বিএম (কারিগরি কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারী থাকেন ১৬ জন। এদের পেছনে বার্ষিক খরচ ১৪ লাখ ২৮ হাজার ৩৬০ টাকা। একটি আলিম মাদ্রাসায় (দাখিলসহ জনবল ২৩ জন) ২১ লাখ ১৯ হাজার টাকা, ফাজিল মাদ্রাসায় (দাখিল-আলিমসহ ২৭ জন) ২৫ লাখ টাকা বছরে খরচ হয়। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, শিক্ষার্থী না পাওয়া এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে আগামী এক বছর ব্যয় করা এসব অর্থই গচ্চা যাবে।

মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৪ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে এবার ১৩ লাখ ১ হাজার ৯৯ জন কলেজ-মাদ্রাসায় ভর্তির আবেদন করে। সরকারি হিসাবে, এবার সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোতে একাদশে ভর্তিতে ২১ লাখ ১৪ হাজার ২৬৫টি আসন রয়েছে। শিক্ষার্থী অনুসারে প্রায় ৭ লাখ আসন এবার ফাঁকা থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু উল্লিখিত সাড়ে ৭শ’ প্রতিষ্ঠানেই এসব আসন খালি থাকছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

আবেদনে সেরা ২০ কলেজ : সর্বাধিকসংখ্যক আবেদন পড়া কলেজের মধ্যে এবার শীর্ষে আছে রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ। সেখানে ১ হাজার ৬৩৮টি আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ৩২ হাজার ৭৫০টি। পছন্দের শীর্ষ দ্বিতীয় কলেজ হচ্ছে ঢাকা সিটি কলেজ। ৩ হাজার ৩৫০টি আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ৩১ হাজার ৯৬১টি। তৃতীয় অবস্থানে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। আবেদন পড়েছে ৩০ হাজার ৫৮টি। চতুর্থ অবস্থানে চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ। আবেদন পড়েছে ২৯ হাজার ৮৬২টি। পঞ্চম অবস্থানে সরকারি বাঙলা কলেজ; আবেদন পড়েছে ২৮ হাজার ৬১৬টি। ষষ্ঠ অবস্থানে কবি নজরুল সরকারি কলেজ। আবেদন পড়েছে ২৭ হাজার ৫১৯টি। ৭ম বিএএফ শাহীন কলেজ (তেজগাঁও)। আবেদন পড়েছে ২৩ হাজার ৮৭৩টি। ৮ম ঢাকা কলেজ। ১১শ’ আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ২১ হাজার ৭৮২টি। নবম রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। ৮৫৫ আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ২১ হাজার ৫০৮টি। দশম ঢাকার সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ। আবেদন পড়েছে ২০ হাজার ৮৬১টি। এছাড়াও ১১তম অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, ১২তম চট্টগ্রামের ওমরগণি এমইএস কলেজ, ১৩তম ঢাকার বিএএফ শাহীন কলেজ (কুর্মিটোলা), ১৪তম রাজশাহীর নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, ১৫তম চট্টগ্রামের হাজী মুহম্মদ মহসীন কলেজ, ১৬তম ঢাকার সরকারি আনন্দমোহন কলেজ, ১৭তম রাজশাহী কলেজ, ১৮তম বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ১৯তম ময়মনসিংহের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ ও ২০তম নারায়ণগঞ্জের সরকারি তোলারাম কলেজ।